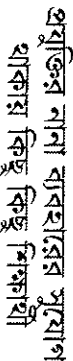


মমতাভূষণ আঠোয়ারী ▽



ସାଞ୍ଜେ । ଏତାଏ ଟଣ୍ଡେ ସାକ୍ଷେ ଓ

ନାମରେ ନାମେ ଦେବେ

আর, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সৌভাগ্যবশত



ঢাকার পোলে জীবন ভাণের ধ্যান বলে ধরে নেয়। তবে দীর্ঘদিন থেকেই এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সবনিম্নমাত্রা প্রাথমিক ধরেই বিশ্বশিক্ষার পর্বত শিক্ষক নিয়োগপত্রের নানা দুর্নীতি-অনিয়ম রাজত্ব করে আসছে। দেশে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ৩৮ হাজার স্থান সরকারি নিয়ম-নীতি ছিলেও শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নিয়ম-নীতি ছিলেও একেবারেই অনুপস্থিত। থানা-উপজেলা দিতে পাশ কানকটাতীত অনেকটা ইচ্ছাভোগই শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারতেন। ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা জোপাত করতেন। পাঠ্যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া মোটেও কষ্টকর ছিল না।

সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সালের দিকে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে এটি বাতিল করা হয়েছিল। সবনাম এটিইএসসি উত্তীর্ণ বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সবনাম এসএসসি সি এইইএসসি পরীক্ষার মান ক্রমান্বয়ে, তাৎক্ষণিকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এর মধ্যে একটা কারণ হল দেশের অর্থশক্তি। এ অর্থের অভাবে সরকারি শিক্ষার বিধান ৬০ শতাংশ নারী ও অন্যান্য কেটায় যোগ্যতার বিধান ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করেছিল। এ কারণে নারী শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করেছিল। এ কারণে নারী শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করেছিল। এ কারণে নারী শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করেছিল।

চাকটিকা দেখানো হচ্ছে, তাতেও মানের সমস্যা দু'টাকটিকা হ'চ্ছে না। অধিকন্তু এখন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্যোগে এসব কেজি স্কেলের প্রসার ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রভে উত্থূল না করে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শে উত্থূল করা হচ্ছে।

[illegible][illegible][illegible]